দর্শনায় হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, মাদকে ভাসছে দর্শনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। দিনে দুপুরে পিস্তল ঠেকিয়ে লুটের চেষ্টা ও বোমা রেখে আতংক সৃষ্টি করা অস্ত্রসহ গ্রেফতার চারিদিকে মাদকের ছড়াছড়ি। এ সব ঘটনায় দর্শনাসহ আশপাশের মানুষ আতংক বিরাজ করছে।

গতকাল বুধবার দিন দুপুরে ব্যুরো বাংলাদেশ অফিসে দিন দুপুরে সশস্ত্র দুর্বত্তারা এনজিওর হিসাবরক্ষকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে জিম্মি করে লুটের চেষ্টা করে। গত বুধবার দিনগত রাতে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী অভিযান চালায় দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বিএনপির ক্যাডার শাহারুলকে গ্রেফতার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ির পিছনের মাটির নিচ থেকে বিদেশী নাইন এম এম পিস্তল ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিকের কন্টিনেটার ভর্তি ৭২৪ লিটার কেরুজ বাংলা মদ উদ্ধার করে। গত মঙ্গলবার ৯ আগষ্ট দুপুরে ঢাকা আশুলিয়ায় ১৮ হাজার কেরুজ মদ উদ্ধার করে।এ সময় কভারভ্যান থেকে ১৮ হাজার বোতল মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ৩র ডিএডি মাহযুব হোসেন। এতে করে দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। আবার শুরু হযেছে মাদকের রমরমা ব্যাবসা।

জানা গেছে, দর্শনা থানায় সর্বমোট ৩২০ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৬৭ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন। গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনাসহ থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা বেড়েছে।

এদিকে বিভিন্ন সময় মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল, ইয়াবা, বিদেশী মদ, চোলাই মদ, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট, গাঁজা, গাঁজার গাছ, বিদেশী সিগারেটসহ আরও অনেক ধরেন মাদকদ্রব্য।
এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বসে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের টাওয়ারের পাশে দোকানের পিছনে প্রতিনিয়ত চলছে মাদকের আড্ডা। পরাণপুর স্কুল মাঠে সন্ধায় চলছে গাঁজা সেবন, দর্শনা রেলগেট

সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ইয়াবা ও ফেন্সিডিল বিক্রি।

এছাড়াও দর্শনার আকন্দবাড়িয়া রামনগর, জয়নগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, আজমপুর ও শ্যামপুর গ্রামসহ থানাধীন বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবন যেন ওপেন সিকরেট। দর্শনায় রয়েছে বৃহত্তম চিনিশিল্প, রয়েছে রেলওয়ে শুল্ক ষ্টেশন ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট। এ উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত কোলঘেঁষা এলাকা দর্শনা। এই দর্শনায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে মরন নেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাত দ্রব্য। এসব সেবন করছে উঠতি বয়েসের যুবকরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলারাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে করে দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসে মাদক সেবন করতে। পুলিশ প্রশাসন দুএকটি ছোট মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাদকের শীর্ষ গডফাদারা। প্রশাসন এখনই লাগাম টেনে না ধরলে ভয়াল মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এ আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে এ এসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টপাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ অফিসের ছিনতাই চেষ্টা ঘটনা তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়েছি পাশাপাশি গতরাতে অস্ত্র উদ্ধার এবং মাদক উদ্ধার সহ সর্বক্ষেত্রের তাৎপর রয়েছে। আমরা যদি সুনির্দিষ্ট উপায় তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন আমরা দ্রত পদক্ষেপ নেব। আমরা সব সময় তৎপর আছি। শুনি চারদিকে মাদক আছে তার কোন নির্দিষ্ট তথ্য পায়নি যার কারনে মাদক আটক করা সম্ভব হয় না আপনাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব থাকলে আপনারা জানাবেন আমরা সাথে সাথে পদক্ষেপ নেব।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর বলেন, আমি নতুন যোগদান করেছি। এলাকা সম্পর্কে ধারণা কম আগামীতে আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেব। এছাড়া আমার প্রয়োজনীয় ফোর্স কম যার কারণে অনেক পদক্ষেপ নিতে পারছি না। এছাড়া বদলি প্রক্রিয়া চলছে এবং পূজা পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেব।

জীবননগরে নিখোঁজের স্কুল শিক্ষকের সন্ধান পেতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক ৪দিন যাবৎ নিখোজ সন্ধান পেতে শিক্ষক শিক্ষাথীদের মানববন্ধন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার সময় জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের আয়োজনে জীবননগর বাসষ্ট্রান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখোঁজ স্কুল শিক্ষক সুজন হোসেন (৩১) জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হাবিবপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। এ ঘটনায় নিখোঁজ স্কুল শিক্ষকের বড় ভাই জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী (জিডি)করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সুজন হোসেন দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে জীবননগর শহরে থাকেন।এবং গোপালনগরে ৯ বছর ধরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। কিন্তু কোনদিন কারো সাথে কোন ঝামেলা হয়েছে এমন কথা কখনও শুনতে পাইনি। সুজন জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এর পাশাপাশি টিউশনি করান। আর ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মাঝে খেলাধুলা করতেন। হঠাৎ শুনি তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুজে না পেয়ে গ্রামের বাসায় আসে। তারপর জানতে পারি সুজন নিখোজ রয়েছে। পরিবারের সবাই খোজাখুজি করেও তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না।

সুজনের ভাগ্নে রানা বলেন, গত রবিবার (৬ অক্টোবর) বিকালে স্কুল থেকে তিনি বাসায় ফেরেন, খাবারের জন্য রাইস কুকারে ভাত রান্নায় বসিয়ে ছিলেন। ঘরের ভিতরে তার একটি নষ্ট ও সচল মোবাইল চার্জে পাওয়া যায় তবে মোবাইল দুটোর একটাও সিম ছিলোনা। পরিচিত সকলের মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির পর কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। গত বুধবার সকালে একজন মোবাইলে কল করে জানান, তাকে ঢাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর মধ্যে তিনি আবার ফোন দিয়ে রক্তের গ্রুপ জেনে নিলেন, কিছুক্ষন পর জুরুরি চিকিৎসা বাবদ টাকা দাবি করেন বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর থেকে তাদের মোবাইল বন্ধ পাচ্ছি।

জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন বলেন, গত সোমবার সকালে তিনি স্কুলে যায়নি, মঙ্গলবারও না গেলে তখন স্কুলের শিক্ষকরা তার মোবাইলে যোগাযোগ করেন কিন্তু বন্ধ পাই। শিক্ষকরা তখন সুজনের গ্রামের বাসায় যেয়ে বিষয়টা জানান। ৪দিন পার হয়ে গেলেও এখনও পযন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ।
এদিকে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, জীবননগর উপজেলা কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আঃ মোতালেব, প্রাইড প্রি ক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদ পারভেজ রানা প্রমুখ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনায় নিখোঁজের বড় ভাই থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আমরা সকল থানায় বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি খুবই দ্রুত তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশির সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশি বলেন, আমি একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী। গত তিন বছর আগে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সরকারি আইনুযায়ী সার্ভেয়ার পদে নিয়োগ পায়। সার্ভেয়ার পদে চাকুরী পেলেও পৌর কতৃপক্ষ নির্ধারিত কাজ না দিয়ে অফিসে বসিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে জাল সনদে চাকুরী পাওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি মোটেও সঠিক নয়। আমি আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে থেকে

অনার্স শেষ করেছেন। তিনি বগুড়ার সিট ফাউন্ডেশন থেকে ২ বছর আমিন সিট কোর্স সম্পূর্ণ করে সনদ লাভ করেছে। যা সকল কাগজপত্র পৌরকতৃপক্ষ ও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। কেউ দেখতে চাইলে আমি দেখাতে প্রস্তুত আছি। এছাড়া আমার নামে ঘুষ নেবার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সেটাও সঠিক নয়। যেহেতু আমার নিয়োগ অনুযায়ী সার্ভেয়ার কাজ দেওয়া হয়নি। সেকারণে ঘুষ নেবার সুযোগ নেই। এছাড়া আমার মা বেবী খাতুনের বিরুদ্ধে অফিস না করে বছরের পর বছর বাড়িতে বসে বেতন তোলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমাকে একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ তুলে যেভাবে হয়রানী করা হচ্ছে, আমি একজন স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী হিসেবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সচেতন নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের নিকট সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাদাবি, বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে দিনে সকালে মাথায় অস্ত্র ও বোমা রেখে ডাকাতির চেষ্টা করেছে ৭/৮ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

আজ বুধবার (৯অক্টোবর) সকাল পৌনে ১১ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এ ডাকাতি ও চাঁদাদবির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বর্ননা সুত্রে জানাযায়, দর্শনা বাস স্ট্যান্ড মাস্টারপাড়ার ফজলু ড্রাইভারের বাড়ি ৮ বছর আগে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিস ভাড়া নেয়। এ অফিসে ২ মাস আগে বদলী হয়ে আসে হিসাব রক্ষক ফেরদৌস আলম। আজ বুধবার ৭/৮ জনের অস্ত্রধারী ডাকাত দল ভিতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল ভিতরে প্রেবেশ করে অফিসের হিসাব রক্ষক

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার পদ থেকে জাল সনদে সার্ভেয়ার

মোর্শেদুর নাহার নিশির কর্মজীবন শুরু হয় আলমডাঙ্গা পৌরসভার অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে। এরপর জাল সনদের মাধ্যমে তিনি সার্ভেয়ার পদে নিয়োগ পান। সার্ভেয়ার হবার পর দুর্নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা অবৈধপন্থায় উপার্জন করেছেন। তার অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে নিরাপত্তার স্বার্থে নাম-পরিচয় গোপন রেখে গত (৩ অক্টোবর) ঝিনাইদহের আঞ্চলিক দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশি পৌর এলাকার বাবুপাড়ার বাসিন্দা ও আলমডাঙ্গা পৌরসভার টিকাদান কর্মী আঞ্জুমান আরা বেবীর মেয়ে।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, গত ২০১৬ সালে মোর্শেদুর নাহার নিশি আলমডাঙ্গা পৌরসভায় মাস্টার রুলে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ৫ বছরের মাথায় সার্ভেয়ার (আমিন) সার্টিফিকেট পৌরসভার পদে বসেন। সাবেক মেয়র হাসান কাদির গনুর মাধ্যমে জাল সনদে ও অর্থবাণিজ্যের কারণে সহজে নিশি সার্ভেয়ার পদে নিয়োগ পান। তার মা আঞ্জুমান আরা বেবী পৌরসভার টিকাদান কর্মী হওয়া সত্বেও সাবেক মেয়রের সাথে ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনিও দীর্ঘদিন টিকাদান কার্যক্রম কিংবা অফিসেও ঠিক মত না করারও অভিযোগ রয়েছে। অফিস না করেই বছরের পর বছর বাড়িতে বসেই বেতন তুলতেন। সাবেক মেয়রের ঘনিষ্ট হওয়ায় তার সহকর্মীরাও তাকে কিছু বলতে সাহস পাননি। টিকাদান কর্মী বেবির মেয়ে নিশি ওই ক্ষমতার অপব্যবহার করে মাপযোগ করার জন্য বিভিন্ন ভুক্তভোগীদের নিকট থেকে লুটে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা। গত জুলাই মাসে এক ভুক্তভোগী জাবর আলী বাদি হয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেও প্রতিকার মেলেনি।

এই প্রতিবেদন লেখার আগে খোঁজ নেওয়া হয় বগুড়া জেলাতে। মোর্শেদুর নাহার নিশি সার্ভেয়ার (আমিন) সার্টিফিকেট নিয়োগ পাবার আগে যে সনদ দিয়েছেন তার কোন হদিস মেলেনি। তিনি (সিট ফাউন্ডেশন, বগুড়া) নামক প্রতিষ্ঠানের একটি সনদ দিয়েছেন। ওই নামে কোন প্রতিষ্ঠান নেই বলে জানাগেছে।

এ ঘটনায় নাম না প্রকাশ শর্তে আলমডাঙ্গা পৌরসভার একাধিক কর্মচারীরা বলেন, টিকাদান কর্মী বেবী ও তার মেয়ে নিশি দুজনে ইচ্ছা মূলক ভাবে আইন অমান্য করে তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। সাবেক মেয়রের ঘনিষ্ট হওয়ায় কেউ তাদের প্রতিবাদ করতে পারেনি। উপর মহল কোন তদন্ত করতে আসলেও টাকার মাধ্যমে তাদের ম্যানেজ করা হতো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম জানান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কে একটি অভিযোগ দিয়েছে। ওই অভিযোগের কপি পেয়েছি। তিনি আরও বলেন, দুদক এসে তারা তদন্ত পূর্বক যেকোন ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলে আমরা সেটিই করবো।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার মদসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার আনোয়ারপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিটসহ (মদ তৈরির কাঁচামাল বা উপকরণসহ) যুবদল ও শ্রমিক দলের তিন মাদককারবারিকে গ্রেফতার করেছে ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে দর্শনার থানার আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়া থেকে তাদের ৩জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আমিনুল ইসলাম
(৪৫) দর্শনার আনোয়াপুর এলাকার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে, জেলা যুবদলের সদস্য কিতাব আলীর ছেলে মিতুল (৪২) একই এলাকার নৃর মিয়ার ছেলে আলীর ছেলে ও শফিকুল ইসলামকে (৩৫)৭২৪ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার ও ৫৫ পতাদিক ডিভিশনের সার্জেন্ট মাসুদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় যৌথবাহিনী তিন

মাদককারবারীর ভাড়া বাসা থেকে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিট (মদ তৈরির কাঁচামাল ও উপকরণ) উদ্ধার করে। যৌথবাহিনী গোপন সংবাদে জানতে পারে দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়ায় ভেজাল মদ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ স্পিরিট ওই বাড়িতে মজুদ রেখে ভেজাল মদ তৈরি করছে। এসব রেকটিফাইট স্পিরিট ও বাংলা মদ কেরু এন্ড কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করেছে বলে তারা জানায়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনায় মাদক আইনে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে যার মামলা নং ৬।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর সহকারী জর্জকোর্টের সেরেস্তাদার নূরুল হকের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের স্থানীয় ভুক্তভোগীগণ ও এলাকাবাসী।

আজ মঙ্গলবার (০৮ ই অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা- কার্পাসডাঙ্গা সড়কের গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই মানব বন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তরা বলেন, নুরুল হক (৫৭) আদালতে চাকুরীর সুবাদে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ও আওয়ামীলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নে স্থানীয় নেতাদের সাথে আঁতাত করে গত ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জায়গা জমি দখল, ফসলি জমির মাটি বালু উত্তোলন ও গ্রামের

মসজিদ কমিটির তহবিলের ৬ লক্ষ টাকা আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদ করায় চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের নিরীহ সাধারন মানুষের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে সবাইকে হয়রানি করে আসছে।

এলাকায় তার নাম হয়ে গেছে ভূমিদস্যু ও মামলাবাজ নূরুল হক পেশকার। আমরা ভুক্তভোগীগণ নুরুল হক পেশকারের দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান, মাসুদ বিল্লা মন্টু, রিফাত রহমান, খাজা আহাম্মেদ, ওয়াসিম আকরাম, খবির উদ্দিন, ফজিলা খাতুন, রাবেয়া খাতুন প্রমূখ।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মামলায় ভুক্তভোগী ২২ জন আসামি সহ গ্রামের দুই শতাধিক নারী পুরুষ।

দর্শনায় পূজা মন্দির পরিদর্শন ও উপহার তুলে দিলেন পৌর প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পূজা মন্দির পরিদর্শন করে উপহার তুলে দিলেন পৌর প্রশাসক কে এইচ তাসফিকুর রহমান। সনাতন ধর্মাম্বলম্বিদের সব থেকে বড় উৎসব শারদীয় দূর্গা পূজা শুরু হবে আগামী ৯ অক্টোবর। নির্বিঘ্নে এই উৎসব পালনের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্দিরে সিসি ক্যামেরা স্থাপনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন এবং নির্ভয়ে এ উৎসব পালনে সব ধরণের সহ যোগীতার আস্বস্ত করেছেন পৌর কর্তৃপক্ষ।

দর্শনা পৌর এলাকার পূজা মন্দির পরিদর্শন করেছেন পৌর প্রশাসক সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। আজ সোমবার দুপুরের দিকে মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য

স্বাক্ষাতের পাশাপাশি অর্থ উপহার তুলে দেয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলর দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে জাহান, উপজেলা একাডেমী সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দর্শনা পৌরসভার প্রধান সহকারী রুহুল আমিন খান, পৌর করনিক সরোয়ার হোসেন, এছাড়াও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ডিমের বাজারে অভিযান, ৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেল বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দু’ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

জানাগেছে আজ সোমবার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদসহ সঙ্গীয় একটি দল দর্শনা রেলবাজারে ডিমের আড়ত, মাছ, মুরগী, মুদিদোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়।

এ সময় দর্শনা বাজারে মেসার্স মীর প্রোটিন হাউজ নামক ডিম ও মুরগির আড়তে পূর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও মুল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মীর শামীমকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৮ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অপরাধে মেসার্স কালাম ডিম হাউজের মালিক আব্দুল কালামকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া এসময় এলাকায় সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়, ভাউচার সংরক্ষণ ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা হয়। বাজার কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মাঝে

সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। ভোক্তা অধিকার দর্শনা রেল বাজারে ঢুকার সাথে সাথে দর্শনা দোকান ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দিযে সটকে পড়ে।

দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীতে টেন্ডার বাক্স ভাংচুর

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুলিশের উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জেনারেল অফিসের ৩য় তলার কক্ষ থেকে নামিয়ে এনে টেন্ডার বাক্স ভাংচুর করেছে বিএনপি ও যুবদলের অংগ সংসগঠনের নামধারী দুর্বৃত্তরা। এ টেন্ডার বাক্সটি ৩য় তলা থেকে নিচে নামিয়ে এনে জেনারেল অফিসের সামনের রাস্তার উপর টেন্ডার বাক্সটি ভাঙচুর করে। তবে এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের সিসি ক্যামারা দেখলে তাদের সনাক্ত করা যাবে বলে জানায় স্থানীয়রা।

জানাযায় আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে জেনারেল অফিসের সামনে টেন্ডার বাক্স ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ সোমবার ৯ টি খামার ও কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডোঙ্গার কেনকেরিয়ার টেন্ডার ড্রপের দিন ছিলো।টেন্ডার বাক্স খোলার পর একদল বিএনপির ও যুবদলের অংগ সংগঠনের দুর্বৃত্তরা ২৫/৩০ মিলে জেনারেল অফিসের ৩য় তলায় উঠে টেন্ডার বাক্স নিচে নামিয়ে এনে ভাংচুর করে। ভাংচুরের পরে ছড়িয়ে পড়ে আতংক ভয়ে উপায়ন্তর না পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশের এস আই সেকেন্দার এ এস আবু হানিফ, এ এস আই মারুফুল ইসলামসহ ঘটনাস্থলে এসে ভাঙ্গা টেন্ডার বাক্স উদ্ধার করে। পরে নামধারী কর্মীরা মোটরসাইকেল ও ভ্যানযোগে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক প্রশাসন মোঃ ইউসুফ আলী বলেন, গতকাল কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ৯ টি খামারের আখ কর্তন ও কেনকেরিয়ারের সিডিউল ড্রপোর শেষ দিন ছিলো। আমরা